দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ .. 04 OCT 1993
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ৩ ...

'কিণ্ডার গার্টেন' স্কুল প্রসঙ্গে

ইদানীং দেশের বিভিন্ন শহরাঞ্চলে গলির ভেতরে ব্যাঙের ছাতার মত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বিভিন্ন বাহারী সাইন বোর্ড ঝুলিয়ে 'কিণ্ডার গার্টেন' স্কুল নামের এক অভিনব ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান খুলে বসেছেন অনেক শিক্ষানুরাগী নামের বিদ্বান ও ব্যবসায়ী। সন্দেহ নেই, যেখানে শহরাঞ্চলে ছাত্র-ছাত্রীদের তুলনায় সরকারী প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা অপ্রতুল এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি করানো এক বিরাট সমস্যা, সেখানে কিণ্ডার গার্টেন স্কুলগুলোর ভূমিকা প্রশংসনীয়। কিন্তু এ কিণ্ডার গার্টেন স্কুলগুলোর 'কিছু' 'কিছু' প্রতিষ্ঠান আলোচনার যোগ্য। যেমন, মাত্রাতিরিক্ত ফি, বিদেশী দামী ও কঠিন কঠিন বই-পুস্তক পাঠ, খাতাপত্র ও পোশাক-আশাকের লিস্ট, ঘন ঘন পরীক্ষার নামে বেশী বেশী ফি আদায়, কম বেতনের শিক্ষক রেখে শিক্ষাদানের জন্য ছেলেমেয়েদের হোমটাস্ক দিয়ে বিদায় এবং এ হোমটাস্ক করার জন্য বাসায় প্রাইভেট টিউটর রাখার বাড়তি ঝামেলা, বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদ, শিক্ষা, সংস্কৃতি বাদ দিয়ে ক্লাস থ্রি-ফোরের ছাত্রদের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেসের দামী দামী কঠিন কঠিন বই পড়ানো এবং সর্বোপরি 'ধর্মীয় শিক্ষা' প্রায় প্রতিষ্ঠানেই অনুপস্থিত। অনেক ক্ষেত্রে স্কুলে ভর্তি করানো সমস্যায় জিম্মি ছেলেমেয়েদের মধ্যবিত্ত অভিভাবকরাও বাধ্য হয়ে বড় লোকের সন্তাদের সাথে (যাদের অধিকাংশ অভিভাবকরা ছেলেমেয়েরা 'কিণ্ডার গার্টেনে' পড়ে সে গর্ব করার জন্য ভর্তি করে) বাধ্য হয়ে এ কিণ্ডার গার্টেন সমস্যায় পা বাড়ান। যেহেতু দেশে ছোট ছেলেমেদের তুলনায় সরকারী প্রাইমারী স্কুল কম এবং আমোদ-স্ফূর্তি ও খেলা-গল্পের ভিতর দিয়ে শিশুদের পড়াশুনার স্কুল সরকারীভাবে খুব একটা নেই। তাই এই সকল কিণ্ডার গার্টেন স্কুল অবশ্যই থাকার প্রয়োজনীয়তা আছে, শুধু প্রয়োজন এ গুলোকে সরকারীকরণ বা সরকারী অনুদান নিয়ে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন যেমন স্বাস্থ্যসম্মত উপযুক্ত জায়গায় সরকারের নির্দেশে প্রতিষ্ঠান স্থাপন, ছাত্র বেতন সীমাবদ্ধকরণ, অভিজ্ঞ শিক্ষক নিয়োগ, দেশের শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সিলেবাস প্রদান, ইংরেজীর পাশাপাশি বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদ ও সংস্কৃতির পরিচয়বাহী বাংলা শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদান। তবেই দেশের ছোট ছেলেমেয়েরা ও অভিভাবকগণ ভবিষ্যৎ সুনাগরিক সৃষ্টিতে সহায়ক হবে, বয়ে আনবে জাতির সুন্দর ভবিষ্যৎ।

—ডাঃ এ আর সিদ্দিকী,
সিটি হসপিটাল, কুমিল্লা।